এমএসএস খবর

মে, ২০২৪ সংখ্যা

MSS
Working for the People

এমএসএস ও গ্রামীণফোন এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) ও টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজধানীর জিপি হাউজে গ্রামীণফোনের চীফ বিজনেস অফিসার ড. আসিফ নাইমুর রশিদ এবং এমএসএস এর নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আখতারুজ্জামান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন।

পরস্পর সহযোগিতামূলক এই চুক্তির আওতায় গ্রামীণফোন টেলিকমিউনিকেশনের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ভয়েস ও ইন্টারনেট সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ১৭ টি জেলার ১২৮ টি উপজেলায় ১৬২ টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে এমএসএস। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এমএসএস এর উপদেষ্টা জনাব তারিকুল গণি, মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ নুরুন্নবী আজাদসহ এমএসএস ও গ্রামীণফোনের উর্দ্ধতন কর্মকর্মতাগণ।

চুক্তি স্বাক্ষর শেষে এমএসএস এর নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আখতারুজ্জামান বলেন, "গ্রামীণফোনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পেরে আমরা আনন্দিত। এমএসএস দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আশা করছি এ চুক্তি সেসব কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে ভূমিকা রাখবে।"

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয়ে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরন বিতরণ সম্পন্ন

মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) কর্তৃক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয়ের ১৭ টি শাখায় বিনামূল্যে খাতা, পেন্সিল, কালার বক্স, রাবার, সার্পনারসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

এমএসএস সোশ্যাল সার্ভিস প্রোগ্রামের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধায়নে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর মোট ৪৪৪ জন শিক্ষার্থীর মাঝে এসব শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। নতুন শিক্ষা উপকরণ হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

শিক্ষা উপকরণ বিতরণ শেষে এমএসএস সোশ্যাল সার্ভিস প্রোগ্রামের সহকারী অফিসার সম্রাট কস্তা বলেন, "প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর আমরা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয়ের প্রতিটি স্কুলে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করে থাকি। নতুন খাতা-পেন্সিল শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আরো আগ্রহী করে তোলে।"

খামারিদের অংশগ্রহণে প্রাণী রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মানবিক সাহায্য সংস্থার উদ্যোগে ও এসএমএপি প্রকল্পের অধীনে খামারি ও কৃষকদের অংশগ্রহণে প্রাণী রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২০ মে পঞ্চগড়ের তেতুলিয়া উপজেলার ভজনপুরে এমএসএস এর ১৪৪ নং শাখায় স্থানীয় খামারি ও কৃষকদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করেন এমএসএস এর সহকারী কৃষি অফিসার মোঃ মনোয়ার হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার ড. মোহাম্মদ ইউনুস আলী।

এসময় পশু খাদ্যের সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা, গরু মোটাতাজাকরণ, পরিচর্যা, দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। ড. মোহাম্মদ ইউনুস আলী বলেন, "প্রান্তিক পর্যায়ের খামারিদের সঠিক জ্ঞান নিয়ে আদর্শ ব্যবসা শুরু করার জন্য এ ধরণের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত কার্যকরী।"

উল্লেখ্য, ২০১৫ সাল থেকে জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (জাইকা) এর অর্থায়নে ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সরাসরি তত্ত্বধায়নে 'ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ও খামারিদের কৃষি ও প্রাণী সম্পদ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বহুমূখীকরণে অর্থায়ন প্রকল্প' পরিচালনা করছে এমএসএস।

বানিজ্যিকভাবে কোয়েল পালন করে রুহুল আমিনের সাফল্য

বানিজ্যিকভাবে কোয়েল পাখি পালন করে সাফল্যের মুখ দেখেছেন চাপাইনবাবগঞ্জের বারঘরিয়া উপজেলার লাহারপুর গ্রামের তরুণ উদ্যোক্তা রুহুল আমিন। 'রুহুল কোয়েল ফার্ম' নামক খামারটিতে বর্তমানে আট লক্ষ টাকার কোয়েল রয়েছে। রুহুল আমিনের দৃষ্টিনন্দন ফার্ম দেখে স্থানীয় অনেক বেকার কোয়েল পালনে আগ্রহী হচ্ছেন।

শুরুটা ঝোঁকের বশে হলেও ধীরে ধীরে লাভের মুখ দেখলে এটাকেই জীবিকা হিসেবে বেছে নেন মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) এর ৯ নং জোনের ৬৫ নং এরিয়ার ১৩৪ নং শাখার এই সদস্য।

বর্তমানে কোয়েল ফার্ম থেকে রুহুল আমিনের মাসিক আয় প্রায় ৫০ হাজার টাকারও বেশি। রুহুল আমিন ও স্থানীয় কয়েক জনের প্রচেষ্টায় লাহারপুর গ্রামে কোয়েল পাখির মাংস ও ডিমের বাজার সৃষ্টি হয়েছে।

নানা সংকটে এমএসএসকে পাশে পাওয়ার কথা জানিয়ে রুহুল আমিন বলেন, "আমার শুরুটা হয়েছিলো খুবই সল্প পরিসরে। এরপর বেশ কিছু কারনে কয়েকবার লোকসানের সম্মুখীন হয়েছি। তবে এমএসএস এর সহযোগিতায় আবারো ঘুরে দাঁড়িয়েছি। এমএসএস এর কর্মকর্তারা আমার খামার পরিদর্শন করে আমাকে সাহস, পরামর্শ ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।"

তবে এখানেই থেমে থাকতে চান না জানিয়ে রুহুল আমিন বলেন, "আমি আমার খামার আরো বড় করতে চাই। পুরো চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় আমি কোয়েল পাখির ডিম ও মাংস সরবরাহ করতে চাই।"

উল্লেখ্য, মানবিক সাহায্য সংস্থার মহিলা ঋণদান কর্মসূচির অধীনে বর্তমানে ১৬১,৯৩২ জন সক্রিয় ঋণ সদস্য রয়েছে। যার মাঝে ঋণী সদস্যের সংখ্যা ১২৭,৮৯৭ জন।

প্রকাশনায় ঃ মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট- এমএসএস
সেল সেন্টার (তয় তলা), ২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৪১০২০৯২১, ৪১০২০৯২২, ৪১০২০৯২৩
ই-মেইল ঃ info@mssbd.org, mediaunit@mssbd.org